একটু অবসর

অসীম তরফদার

আমার অভিমানী মন, বিরহী হৃদয়
শূন্য ঘরের চার দেয়াল
প্রিয় কবিতার খাতা
চেয়ে দেখো–
আমার করবী ফিরে এসেছে ঘরে !
হে আকাশ, হে বাতাস, দীপ্তিময় সূর্য
তোমরাও দেখো–আমার করবী ফিরে এসেছে !
তার ভালোবাসার উষ্ণতায় আজ গলে যাবে
বুকে জমা বরফের স্তূপ;
তার স্নেহের বৃষ্টিতে আজ
নিভে যাবে বিরহের আগুন।
জানালার কার্ণিশে বসা পাখিরা
তোরা আজ থাম
দে আমায় একটু অবসর–
আমার করবী আজ বহুদিন পরে
শোনাবে ভালোবাসার গান
আমায় ঘুম পারাবে সোহাগী চুম্বনে,
হৃদয় আজ বলবে কথা হৃদয়ের সাথে !

১৪-০৪-২০০৯

কষ্টটা রয়ে গেলো

অসীম তরফদার

প্রথম প্রেমের ব্যর্থতার মতো
কবি হতে না পারার কষ্টটা রয়ে গেলো।
কৈশোরে একদিন কাব্যের সরোবরে সাঁতার কেটে মুগ্ধ হলাম;
সাধ হলো–কবি হবো।
দাদা বললেন, "ওসব ছাই-ভস্ম দিয়ে কিচ্ছু হয় না জীবনে
কবিরা ভাত পায় না; ওসব ছাড়ো"।

দাদা, আমিতো কবি হতে পারিনি;
তবু, দু'বেলা খাবার জোগাতে কেনো এত কষ্ট পেতে হয় ?
অথচ চোখের সামনেই ওরা ভোগ করে বিলাসী জীবন
আধুনিক বাড়ি, লেটেস্ট গাড়ি, দামি খাবার;
আমাদের এক মাসের উপার্জনের কয়েক গুণ টাকা
কি নির্ভাবনায় ওড়ায় একরাতে–ক্লাবের আড্ডায় বুঁদ হয়ে;
অথচ যোগ্যতর হয়েও প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আর
পেট পুরে খাওয়ার তাগিদে জীবন যুদ্ধে নেমে প্রতিনিয়ত কেনো
ক্ষয় করতে হয় জুতার তলা, জীবনী-শক্তি, স্বপ্ন এবং আশা ?
সে কি একদিন কবি হবার স্বপ্ন দেখেছি বলে ?

প্রথম যৌবনে প্রেমে পড়লাম মাধবীর
তার গহন দু'টি চোখ, লাজরাঙা হাসি, কন্ঠের মায়াজালে
বিমুগ্ধ আমি আবার হয়ে উঠি স্বপ্ন-কবি।
মাধবী বললো, "আমায় পেতে হলে কবিতা ছাড়তে হবে"।
কবিতার বিপুলত্বে অবাধ সাঁতার ভুলে
বন্দি হলাম মাধবীর নিজস্ব ভুবনে।
কাব্যের পাপড়িগুলো অলক্ষ্যে ঝরে পড়লো
নির্বাক কান্না হয়ে;
তা সত্ত্বেও পাওয়া হলো না মাধবীকে।

১২-০৪-২০০৯

বেকার

অসীম তরফদার

সোনালি রোদ ছড়ালো হাসি
মিষ্টি ভোর বেলায়
সবাই উঠে চলছে ছুটে
নিত্য দিনের খেলায়।
ছুটলো পথে গাড়ির সারি
ব্যস্ত হলো শহর
আমিই শুধু অলস শুয়ে
যাচ্ছি গুণে প্রহর–
এমন দিন আসবে কবে
পাবো কাজের খোঁজ
সবার মতো নিজের কাজে
আমিও যাবো রোজ।
অফিস থেকে অফিস ঘুরে
চাকুরী খুঁজি, আজ
এটাই যেন ধ্যান আমার,
সবচে’ বড় কাজ।

১১-০৯-২০০৯

কুসুমের কীট

অসীম তরফদার

যাবার বেলায় একবারও তাকিয়ো না ফিরে
এক ফোঁটা অশ্রু এনো না দু'চোখে ;
শুধু নতুন স্বপ্নেরা ডানা মেলুক
তোমার নয়ন সাগরে, হৃদয় আকাশে।

পূর্ণ চাঁদের মতো দীপ্তিময় মুখশ্রী তোমার
দীঘল চুল অমাবস্যা রাতের মতো ঘন কালো আর
পাখির পালকের মতো রেশমী,
গোলাপী ঠোঁটে শিশুর সরল হাসি,
অষ্টাদশী তনু দেহে আষাঢ়ের ভরা নদীর জোয়ার...

একদিন তোমার কুসুমে এলো বর্ণচোরা কীট
হাত বাড়ালো বন্ধু হতে, সরল বিশ্বাসে তুমিও দিলে প্রশ্রয়।
মিথ্যে আচ্ছাদনে লুকানো রূপটা যখন উন্মোচিত হলো
দেখলে–এক বিষাক্ত কীট!
অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঢুকে যেতে চায়
তোমার সাজানো গোছানো ব্যক্তিগত ঘরে।
সেদিন দুঃখ করে বললে–
'মানুষ চিনতে এত ভুল করলাম আমি !'
সত্যি, ভুল করেছো বন্ধু চিনতে–
তাই আজ নিজস্ব স্বপ্নের বলিদান করে
আপন গণ্ডি ছেড়ে, ত্যাগ করে প্রিয়জনের সান্নিধ্য
চলেছো নির্বাসনে–নিজের সম্ভ্রম আর নিজেকে বাঁচাতে
নোংরা কীটের ঘৃণ্য লালসা আর হিংস্র থাবা থেকে !

যাবার বেলায় অশ্রু নয়; ক্রোধের অনলে জ্বলুক তোমার চোখ ;
নিঃশ্বাসে হতাশা নয়–বয়ে যাক প্রতিহিংসার ঘূর্ণি !
আগুন-ঝড়ে ধ্বংস হবেই পাষণ্ডের লালসা ;
তারপর স্বস্তির বৃষ্টিতে নেচে নেচে ভিজবে নিজের আঙিনায়
আর প্রিয় গানটি গাইবে পরম নিশ্চিন্তে।

০১-০৮-২০০৮

ভালোবাসা দিবসে

অসীম তরফদার

আজ এই ভালোবাসা দিবসে
হঠাৎ তুমি এলে, বসন্তের বৃষ্টি হয়ে !
কতবার তোমায় ডেকেছি
কতদিন থেকেছি আশায়–অথচ আসোনি;
আজ এলে–
লাল শাড়ি আর ফাগুনের ফুলে সেজে
এই বসন্ত দিনে।

স্নিগ্ধ নরম মুখের চারপাশে চুলগুলো এলোমেলো
আধো ঘুমন্ত চোখে সর্বনাশের ঝড়;
আচম্বিতে হৃদয়ের শান্ত জলাশয় তরঙ্গমুখর হলো
প্রকম্পিত হলো আমার বুক,
সন্তর্পণে চেপে রাখা ইচ্ছেগুলো
লাভা ছড়ালো ভিসুভিয়াসের মতো,
আমি হাত বাড়ালাম
তুমিও সমর্পিত হলে অনেক প্রতীক্ষা শেষে।

তুমি এলে আজ
এই বসন্ত দিনে–
ভালোবাসা-দিবসে।

২৬-০৩-২০০৯